মধ্যরাতে নড়ে ওঠা অন্ধকার ডানা
মৃগাঙ্কমৌলি বিশ্বাস

মধ্যরাতে নড়ে ওঠা অন্ধকার ডানা
তল্পিতল্পা গুছিয়ে নেয় গ্রহ নক্ষত্রগুলি...

তখন
বাতাস ভাঙে মধ্য সমুদ্রে
সমুদ্রের মতো সমুদ্র সরে যায় সমুদ্রের মতো সমুদ্র থেকে

সংলগ্ন বাঁশঝাড়
অখ্যাত পুকুর পাড়ে পোয়াতি বউ রেখে চলে যাচ্ছে গৃহস্থালি
বস্তুত পরস্পর ঠোকাঠুকি করতে করতে সাদা খুলিগুলি...
হাত নয়, সহস্র সাদা হাড়
পাখসাট মেরে
উঠে আসতে থাকে
প্রকৃত ভূমি থেকে...

ঢেউগুলির মাথায় মাথায় দিবস রাত্রি বাড়ি
সেখানে বুকে জমে শুধু সাদা ফসফরাস
পরদিন
ভোরের বাতাস তবু কিছু বলে : পিঠ থেকে মুছে নেয়
পোড়া ভস্ম-শিশির

কথাদের কথাগুলি আমরা কেউ বলতে পারি না
মধ্যরাতে
তারা থেকে খসে পড়ে উল্কা
বন্য শৃগাল খোঁজে তার অরণ্য জননী

ট্যুরিস্ট স্পট
মৃগাঙ্কমৌলি বিশ্বাস

শীতের সকাল।
পাহাড় চূড়ায় রোদ উঠেছে। সামনে, নীচে-

নীল জলপাই উপত্যকায়, সর্ষে খেতে ফুল ফুটছে

এই মাত্তর, এসে দাঁড়ানো
ঘুম জড়ানো ট্যুরিস্ট বাসের একটু বাসি হাওয়া
পাঁচ-মেশালি লোকজনদের উষ্ণ আদর একটুকরো হই-হল্লা
সব মিলিয়ে
ঘুম ভাঙছে এই পাহাড় চূড়ায়

বেড়ালছানা ট্যুরিস্টগুলো ভুতভুতে চোখ, চুকচুকে চোখ তুলে
চুষে নিচ্ছে এখন বাতাস চুষে নিচ্ছে ফুলের গন্ধ
ভিনদেশি গাছপালা
পাহাড় চূড়ার আথ-মূর্খ লোকজনেরা তক্কে তক্কে
আড়াল থেকে
সব দেখছে। ঘুম ভাঙছে পাহাড় চূড়ায়।

মিষ্টি, দামি, সোনালি রঙের গন্ধ ছেড়ে তামাক পুড়ছে-
সেই গন্ধে ভরে যাচ্ছে
অপাপ সকাল
শীতের সকাল।

একটা সহজ গল্প
মৃগাঙ্কমৌলি বিশ্বাস

একটা
খুব সহজ করে
গল্প বলার কথা ছিল আমাদের।
আমরা তা বলতে পারিনি।

গল্প চলবার মধ্যে
বারবার
হিংসা যৌনতা খুন রাহাজানি লাম্পট্য
প্রতারণা রক্তক্ষয়
এসে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আর হ্যাঁ, অর্থনীতি। পরে জেনেছিলাম,
আমাদের সাধের অর্থনীতি
আমাদের আড়ালে আবডালে
এমন অনেক কাজ করে, যা
অনেক ক্ষেত্রেই আমরা ঠিক ঠিক পছন্দ করি না

গল্পটা
খুব সহজ তো হয়ই-নি। এমনকি
সহজ-ই হয়নি। গাছ সমুদ্র নদী পাহাড় প্রজাপতি
বাঘ ও ফুল
এদের
আলাদা অর্থনীতি। এদের নিয়ে গল্প বলা তাই
অনেক সহজ...

একটা খুব সহজ সরল
অর্থনীতি
গড়ে তুলবার কথা ছিল আমাদের। আমরা তা পারিনি।
আমাদের লালায় গিট পাকিয়ে গেছে বারবার

তেমন করে জ্বলতে থাকো

মৃগাঙ্কমৌলি বিশ্বাস

তেমন করে জ্বলতে থাকো
দিনরাত্রি একা-একাই;
মোমরাত্রি যেমন করে
জ্বালিয়ে রাখে
কোমলতম এই জীবনের
অল্প স্বল্প হালকা আভাস।

কিংবা, তুমি মনে করো-
এই আমি তো বেশ রয়েছি
ভিড়-ভাট্টা জলে-স্থলে তাক্ করে
ঠিক
জায়গা মতন, বেশ করেছি।

সূর্যমুখী ফুল দেখলে হাততালি দিই
রৌদ্রে হাঁটি
দিন আনি দিন খাই।
ইতস্তত দৃশ্যগুলোর ভেতরে বসে
পদ্য লিখি

লিখতে বসে যাই